ভাগ্নী-জামাতা শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্র

(১)

বারাকপুর

Gopalnagar P.O.

Dt. Jessore

18.12.46

কল্যাণবরেষু,

শচীন, তোমার পত্র পেলাম ৩ দিন পরে। ১০ই ভাইজাগ থেকে রওনা হয়েছে পত্র, এখানে এল ১৩ই। অথচ আমার

জন্মোৎসব-এর চিঠি ৩ মাস পরে গেল বড়ই আশ্চর্যের কথা। বাংলায় ঠিকানা লেখার দরুন এ ব্যাপার ঘটতে পারে।

আমি কালীপুজোর সময় এবং তার পরেও প্রায় ১০ দিন হল ঘাটশিলায় ছিলাম। কলকাতার অশান্ত অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাতায়াত সম্ভব ছিল না তখন। এখন দেশেই আছি। এখানে কোনো গোলমাল নেই। তোমার মা কি এখনো ওয়ালটেয়ারে আছেন?

আমার যাবার ইচ্ছে আছে তোমার ওখানে, তবে বড়দিনের সময় আমি সভাপতিত্ব করছি হাজারিবাগে। তার পরে যাবো। বড্ড ইচ্ছে আছে চৈতন্যদেবের চরণপূত জীয়ড় নৃসিংক্ষেত্র (সীমাচলম) দর্শন করবার। তোমার দ্বারা যদি আমার অভিপ্রায় পূর্ণ হয় সে তো সৌভাগ্যের কথা আমার। তোমার সঙ্গে আমার অনেকদিন দেখা হয়নি। অনেক কথা জমা হয়ে আছে।

তোমার মা-বাবা কি ওখানে আছেন? আমার সঙ্গে ওদেরও কতদিন দেখা হয়নি। আমায় জানিও। সময় পেলে আমার এখানে একবার এসো, আনন্দ পাবো। বাংলার পাড়াগাঁ তোমার ভালো লাগবে। বনপ্রকৃতির শোভা এখানে সত্যিই আছে।

কোণার্ক কেমন দেখলে? সেবার আমি ও তোমার কাকিমা পুরী থেকে মোটরবাসে কোণার্ক গিয়েছিলুম। অধুনাবিলুপ্ত প্রাচী নদীর তীরে প্রাচীন যুগের সূর্যমন্দির নিজের গৌরবে দৃপ্তভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে এতকাল পরেও। অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল মনে।

আশা করি ভালো আছ। ওয়ালটেয়ারের ভাড়া কত আমায় জানিও। কোন ট্রেনে গেলে সুবিধা? সরস্বতী পুজোর সময় যাওয়ার ইচ্ছে করি অথবা জানুয়ারির শেষে। ওখান থেকে এমন কোনো লাইন আছে যা B.N.R. main line-এর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছে?

আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করো। তোমার মা-বাবা যদি ওখানে থাকেন, তাঁদের নমস্কার দিয়ো আমার।

ইতি

আশীর্বাদক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্করে সঙ্গে গত শনিবারে কলকাতায় দেখা হয়েছিল। সে মোটর কিনেচে। তার মোটরে চড়িয়ে আমাকে নিয়ে এল মিত্র ও ঘোষের দোকানে। আমায় খুব ভালোবাসে।

(২)

Bibhutibhushan Bandopadhyaya

Gopalnagar P.O.

বারাকপুর

আষাঢ় সংক্রান্তি ১৩৫৪

কল্যাণবরেষু,

শচীন, তোমার পত্র অনেকদিন পেয়েছি। কিন্তু আমি দেশে অনেকদিন ছিলাম না। সম্প্রতি দিনকয়েক হল এসেছি। বাড়িতে কেউ নেই, তোমার কাকিমা বাপের বাড়ি, উমা ঘাটশিলায়। আমি একা রেঁধে খাচ্চি।

মন খুব চঞ্চল, শুনেচ বোধ হয় যশোর জেলা পাকিস্তান হয়ে গেল! এখানে টিঁকতে পারবো কিনা কে জানে? কলকাতার অবস্থাও খুব খারাপ। কলকাতা যদি হিন্দুদের না থাকে, তবে সাহিত্য ও কৃষ্টির সর্বনাশ। বাঙালি কালচার একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। কোরাণ শরিয়তের কালচার তার স্থান অধিকার করবে। বই লেখা চলে যাবে। বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবে।

কলকাতা যেতেও পারিনি অনেকদিন। যাওয়া নিরাপদ নয়। সম্প্রতি 'অভ্যুদয়' কাগজে আমার একখানা উপন্যাস বার হচ্চে, 'ইছামতী' নামে। সেটা নিয়ে ব্যস্ত আছি।

তুমি চিঠির উত্তর দিয়ো। তোমরা ওখানে বেশ আছো, কোনো উপদ্রব নেই ওদিকে। আমরা পড়ে গিয়েছি বিষম মুস্কিলের মধ্যে। তবে যদি কলকাতা হিন্দুস্থানে definitely চলে যায়, তবেই এই মুস্কিলের আসান হবে—নতুবা নয়। তখন তোমাদের ওই দিকেই চলে যাবো। জায়গা জমি সন্ধান কোরো।

তোমার বাবা ও মাকে নমস্কার জানিও। তোমার সাহিত্য প্রচেষ্টার সংবাদ দিয়ো। নাটকটির কি হোল?

একটু এদিকের গোলমাল মিটলে আবার শীগগিরই তোমাকে চিঠি দিচ্চি। তোমার মা কি তোমার কাকিমার কাছ থেকে কোনো চিঠি পেয়েছেন ইতিমধ্যে? আমি কিছু জানি নে, কারণ দেশেই ছিলাম না।

তুমি স্নেহাশীর্বাদ নিয়ো। ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[এই চিঠির প্রথম অংশটি ভাগ্নী উমাকে লেখা]

ঘাটশিলা

৬/৪/৫৯

কল্যাণবরেষু,

উমা, তোমার বড় মামীমা ও বাবলু আজ ১ মাস হল ঘাটশিলায়। আমি একা দেশের বাড়িতে ছিলাম। কাল এসেছি। এবার বড় বিপদে পড়েছিলাম। আমার জমিজমা অপরে ফাঁকি দিয়ে নিজেদের নামে লিখে নিয়েছিল জরীপের সময়। তাই নিয়ে একা কোর্টে আসতে ও মামলা করতে হচ্ছে। সেজন্যেই বড় ব্যস্ত। তেমনি অর্থব্যয় হচ্চে। এদিকে আবার 'ইছামতী' প্রেসে দিয়েচে, ছাপা হচ্চে। সেটার শেষ অংশ লিখে দিতে হচ্চে। আমার ইচ্ছা আছে, বিষয়ের ঝঞ্ঝাট মিটে গেলে পূজার পরে ওয়ালটেয়ার যাবো। আমি এখানে এসেছি, শীঘ্রই আবার দেশে চলে যাবো একা। তোমার মামীমা ও বাবলু এখানে থাকবে। বাবলু বড় হয়েচে, অনেক কথা বলে। তোমার ও শচীনের ফটো দেখলে বলে দিদির ফোতো। খুব বুদ্ধিমান হয়েচে এ বিষয়ে ভুল নেই।

আশীর্বাদ নিয়ো।

তোমার বড় মামা।

কল্যাণবরেষু,

শচীন, তুমি আমাকে অনেকদিন চিঠি দাওনি কেন? আমি একা মানুষ, নানা কাজে ব্যস্ত থাকি বলে সবসময় খবর নিতে পারি না। তারপর এ বৎসরটা আমার পক্ষে দুর্ব্বৎসর। পিঠে হোল ফোঁড়া, বিষয় নিয়ে গোলমাল, আর তেমনি অর্থব্যয়। এসব চলচে। তবে বোধ হয় এবার কিছু সুরাহার মতো মনে হচ্চে। পুজোর পর যদি তোমার অসুবিধা না হয়, একটা নতুন কাগজে উপন্যাস দিতে পারবে? আমাকে বলেছিল বিধায়ক ভট্টাচার্য। তার কাগজ 'ছবিওয়ালা'র জন্য। হ্যাঁ, আমি যেতে পারি ওয়ালটেয়ারে পুজোর পর। কোন সময় যাওয়া ভালো? তোমার 'সাজঘর' কি শেষ হয়েছে—কল্যাণশ্রীতে। ওখানকার বর্ণনা দিয়ে একটা বড় চিঠি দিয়ো। আচ্ছা, এতদিন বারাকপুরে রইলাম, একবার গেলে না কেন কলকাতা থেকে? আমার এখন অসুখ তা তো জানো। দেখতে যাওয়াও তো উচিত ছিল। তোমার বড় মামীমা একদিন উমার জন্য কাঁদলেন। আজ মাসদেড়েক আগের কথা। বল্লে-মেয়েটার তোমরা কেউ একবার খোঁজ নাও না। আমি বল্লাম—আমার সময় নেই যে অতদূর যাই। এবার বোধ হয় আমাকে পাঠাবেন। মীনা উমা উমা করে মরে। তাকে যেন উমা চিঠি দেয়। সে বড্ড বলচে এত দুঃখ সয়ে।

(স্বাক্ষরহীন)

(৪)

Goelkera Forest Bunglow

22.11.49

কল্যাণবরেষু,

শচীন, আমি ঘাটশিলা থেকে মি. সিনহার সঙ্গে মোটরে বনভ্রমণে বার হয়ে এখন গৈলকেরা বাংলোতে আছি। চারিধারে শৈলশ্রেণীবেষ্টিত অপূর্ব সৌন্দর্যভরা স্থানটি। এখানে কি বনবিহঙ্গ কূজন! কাল গভীর রাত্রে পুবদিকের পাহাড়ে বড় বাঘের গর্জন শুনেছি। দেবকাঞ্চন ও বন্য শেফালির কি বাহার বনের পথে পথে। আজ দুপুরে এখান থেকে বেরিয়ে ২৬ মাইল দূরবর্তী মনাই নামক স্থানে যাবো। সারা পথে বন থেকে ঘনতর বন, বন্যহস্তীর পদচিহ্ন ও মল সারাপথে। কাল রাত ৩টার সময় বিছানায় শুয়ে শুয়ে পুবদিকের পাহাড়ে বাঘের গর্জন শুনেছি। 'ইছামতী' শেষ করে প্রেসে দিয়ে এসেছি গত ৭ই নভেম্বর। বড় খাটতে হয়েচে ৫/৬ মাস। মাসখানেক বিশ্রাম নেবো—তাই এই অবকাশে বনভ্রমণে বার হয়েছি।

আমার দাদু কেমন আছে? তাকে অজস্র আশীর্বাদ দিয়ো। উমাকে আশীর্বাদ দিয়ো। তোমার বইটা শেষ হলে পড়বো। বাবলু ভালো আছে। বড় দুষ্টু হয়েচে। আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে—বাবা, চুপ করো, চুপ করো, ছিনারি (Scenery) দ্যাখো—

এত কথাও বলতে শিখেচে! ও হয়েচে ঘাটশিলার একটি যেন দ্রষ্টব্য বস্তু। কত লোক এসে ওর ফটো তুলে নিয়ে যায় যে তা আর কি বলবো! পরিচিত অপরিচিত কত লোক এক টিন করে বিস্কুট নিয়ে আসচে।

এবার ভাইজাগ যাবো কি? এখন অবকাশ আছে। আশীর্বাদ নিয়ো।

ইতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(পু) তোমার মা যদি ওখানে থাকেন, আমার নমস্কার দিয়ো ও বালকবালিকাদের আশীর্বাদ জানিও।

[কালানুক্রমে চিঠিগুলিকে সাজানো হয়েছে।]

লেখক হিসেবে শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। ১৯৪৮ সালের মে মাসে (১৬ই বৈশাখ) তিনি তাঁর পরম স্নেহের ভাগ্নী উমা দেবীকে শচীন্দ্রনাথের হাতে সম্প্রদান করেন, ঘাটশিলায়। সেই থেকে শচীন্দ্রনাথ তাঁর ভাগ্নীজামাই, প্রথম দুটি পত্র এই বিবাহের আগে লেখা। বাকি দুটি পত্র বিবাহের পরে। চারিটি পত্রেরই প্রাপ্তব্য ঠিকানা: ওয়ালটেয়ার। ওয়ালটেয়ার তথা বিশাখাপত্তনমে তখন শচীন্দ্রনাথ একটি জাহাজী-প্রতিষ্ঠানের ব্রাঞ্চ-ম্যানেজার।

(১) প্রথম চিঠিতে বিভূতিভূষণ ওয়ালটেয়ার ও তার নিকটস্থ জীয়ড় নৃসিংক্ষেত্র বা সীমাচলম দেখার অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু শচীন্দ্রনাথের আগ্রহ সত্ত্বেও বিভূতিভূষণ তখন নানা কারণে যেতে পারেননি। চিঠিতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে সস্নেহ উল্লেখ আছে।

(২) দ্বিতীয় চিঠিটি নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আসন্ন দেশ-ভাগের ব্যাপারে তিনি যে কতখানি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, তা এ-চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে। মনে রাখতে হবে, তখন 'বাংলাদেশ'-এর উদ্ভব হয়নি, তখন বিচ্ছিন্ন পূর্ববঙ্গ ছিল 'পাকিস্তান', সেখানে আধিপত্য ছিল পশ্চিমী পাকিস্তানেরই। তখনকার ভয়াবহ পরিস্থিতির ইঙ্গিত করেছেন তিনি এই পত্রে।

(৩) এই চিঠিটি ভাগ্নীর বিবাহ-পর্বের পরবর্তী সময়ে লিখিত। চিঠির দুটি অংশ। প্রথমটি লিখেছেন ভাগ্নী উমাকে, দ্বিতীয়টি ভাগ্নীজামাই শচীন্দ্রনাথকে। এতে তার 'ইচ্ছামতী' উপন্যাসটির শেষ হওয়া ও প্রেসে ছাপতে দেওয়ার প্রসঙ্গ আছে। এ চিঠিতেও তাঁর ওয়ালটেয়ারে যাওয়ার একান্ত আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে।

(৪) এই চিঠিতে বিভূতিভূষণের 'গৈলকেরা' নামক অরণ্য-ভ্রমণের প্রসঙ্গ আছে। আছে শিশু বাবলু (তারাদাস)-র কথা। এবং এখানেও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ভাইজাগ (ওয়ালটেয়ার) যাবার একান্ত অভিলাষ। কিন্তু শচীন্দ্রনাথ ও উমাদেবীর দুর্ভাগ্য, শেষ পর্যন্ত বিভূতিভূষণের আর ওখানে যাওয়া হয়নি।)